أراضي بنغلاديش عشرية أم خراجية : دراسة فقهية

বাংলাদেশের জমি উশরি না খারাজি : ফিকহি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

ভূমিকা: সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দিয়েছেন অসংখ্য নি'আমত ও অফুরন্ত রিযিক, বিবেক ও বিবেচনা শক্তি দিয়ে করেছেন সকল প্রাণীজগত থেকে আলাদা। সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয় রাসূলের ওপর, যার হেদায়েতই মানবতার জন্য একমাত্র অভ্রান্ত, সঠিক ও যথার্থ পথনির্দেশনা। ইসলামের তৃতীয় রুকন যাকাত। এর একপ্রকারের নাম যাকাতুল খারিজ মিনাল আরদ, যা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে উশর হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের জমি উশরি না খারাজি এ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা, সমালোচনা থাকার কারণে আমাদের সমাজে এ ফরয বিধানটি অবহেলিত ও পরিত্যাক্ত। বিষয়টি সম্মানিত আলেমদের কাছেও অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ। এ বিষয়ে অনেক গবেষণা থাকলেও মুসলিমদের মাঝে সচেতনতা কম বিধায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সি জেড এম (CZM) এর এ সেমিনার আয়োজন। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের ভূমি খারাজি না উশরি এ নিয়ে মৌলিক কিছু কথা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে ও আছে; কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ ও করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে আমাদের আলেম সমাজ এগিয়ে আসলে উশর তথা ভূমি উৎপাদিত ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারবো বলে মনে করছি ইনশাআল্লাহ।

المحور الأول: التعريف بالمصطلحات الفقهية تتعلق بالموضوع

প্রথম আলোচ্য বিষয়: বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ফিকহি পরিভাষা সমূহের পরিচয়।

الاول : تعريف العشر لغة واصطلاحا

প্রথম: উশর- আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয়।

আভিধানিক অর্থে উশর: عشر শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো جزء واحد من العشرة বা এক দশমাংশ।[1]

পারিভাষিক অর্থে উশর: পরিভাষায় عشر বলা হয়,

احد اجزاء العشرة او نصفه يؤخذ من الارض العشرية

জমিনে উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংশ বা তার অর্ধেক গ্রহণ করাকে عشر বলা হয়।[2] উল্লেখ্য, প্রায়োগিক দিক থেকে উশর শব্দটি গলদ মাশহুর বা প্রচলিত ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উশর বলতে বুঝানো হয় উৎপাদিত ফসলে ওয়াজিব যাকাতের পরিমাণকে। আর এ প্রকার যাকাতকে বলা হয় যাকাতুল খারিজ মিনাল আরদ অর্থাৎ, ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত। পরিমাণ দিয়েই এ যাকাতের পরিচয় করা হয়ে থাকে। তবে এর পরিমাণ শুধু উশর বা দশ ভাগের একভাগ নয়, কখনো অর্ধউশর বা বিশ ভাগের একভাগ তথা ৫% ও বুঝায়।

উশর এর ভিত্তি

উশর কুরআনুল কারিম, সহিহ হাদিস ও মুজতাহিদদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত ফরয ইবাদত।

১) কুরআনের দলিল

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

قال عامة أهل التأويل : إن الحق المذكور هو العشر، أو نصف العشر

"কর্তনের দিবসেই এর হক আদায় করে দাও।" [সূরা আল আন'আম, আয়াত- ১৪১] প্রায় সকল ফুকাহায়ে কিরাম আয়াতের দ্বারা عشر বা نصف عشر উদ্দেশ্য বলেছেন।[3]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

حقه الزكاة المفروضة و قال مرة العشر و نصف العشر

---

[1] আব্দুল হাই লাখনবি রাহিমাহুল্লাহ, হাশিয়ায়ে হিদায়া: ২/৫৭০।

[2] মুফতি আমিমুল ইহসান, কাওয়াদুল ফিকহ: ২৭৯।

[3] ইমাম আল কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে: ২/১৬৯।

তার হক বলতে ফরয যাকাত বুঝানো হয়ছে। আবার বলেন এর অর্থ উশর ও নিসফে উশর।[4]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ

“হে ইমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।” [সুরা আল বাকারা, আয়াত- ২৬৭]

وفي الآية دلالة على أن للفقراء حقا في المخرج من الأرض حيث أضاف المخرج إلى الكل فدل على أن للفقراء في ذلك حقا كما أن للأغنياء فيدل على كون العشر حق الفقراء

অর্থাৎ, আয়াতে এ দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, জমিনে উৎপাদিত ফসলে গরিবের হক আছে। এমনকি পূর্ণ উৎপাদনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং আয়াত থেকে বুঝা যায়, এতে ধনীদের মতো গরিবদেরও হক নির্দিষ্ট রয়েছে। তাই সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, নির্ধারিত উশর গরিবদের জন্য হক।[5]

২) হাদিসের দলিল

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر

“বৃষ্টির পানি, প্রবাহিত ঝর্ণার পানি বা স্বাভাবিক আর্দ্রতা থেকে (কোন সেচ ব্যবস্থা ছাড়া) যে ফল বা ফসল উৎপাদিত হয়, সে ফল ও ফসলের এক দশমাংশ (১০%) যাকাত প্রদান করতে

---

[4] ইবনে কুদামা, আল মুগনি- ২/৫৪৭।

5 ইমাম আল কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে- ২/১৭২।

হবে। আর সেচের মাধ্যমে যে ফল-ফসল উৎপাদিত হয় তা থেকে এক দশমাংশের অর্ধেক (২০ ভাগের এক ভাগ বা ৫%) যাকাত প্রদান করতে হবে।[6]

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر

"নদীনালা ও বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চনে উৎপাদিত ফসলে উশর আসবে। আর যা কৃত্রিম পদ্ধতির পানি দ্বারা সিঞ্চিত, তাতে আসবে অর্ধেক উশর।"[7]

৩) ইজমার দলিল: মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদদের ঐক্যমতে প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিমদের উৎপাদিত ফসলের যাকাত উশর বা অর্ধ উশর ফরয হিসেবে আদায় করতে হবে।[8]

ইমাম ইবনে কুদামা বলেন,

وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب قاله ابن المنذر و ابن عبد البر

"আহলুল ইলমের ঐক্যমতে সাব্যস্ত হয়েছে গম, যব, খেজুর ও কিসমিসে সাদাকা তথা উশর ওয়াজিব হবে। ইবনুল মুনযির ও ইবনু আব্দিল বার এমনটি বলেছেন।"

الثاني :تعريف الخراج لغة واصطلاحا:

দ্বিতীয়: খারাজ আভিধানিক ও পারিভাষিক বিষয়।

আভিধানিক অর্থে খারাজ: আল খারাজ خرج يخرج خروجا ক্রিয়া থেকে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হচ্ছে যা বের হয়। খারাজ শব্দটি ইসমে মাসদার। জমি থেকে যা উৎপাদিত হয় তাকে খারাজ

6 সহিহ বুখারি- ১৪১২।

7 সহিহ মুসলিম- ৯৮১।

8 বাদায়েউস সানায়ে- ২/১৭০; ইবনে কুদামা, আল মুগনি- ২/৫৪৭।

বলা হয়। পরবর্তীতে খারাজ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন বস্তু থেকে অর্জিত আয় বা সম্পদ বুঝানোর জন্য[9], খারাজ শব্দটি ভাড়া ও খরচ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক অর্থে খারাজ: পারিভাষিক অর্থে,

الخراج ما يخرج من الارض – و سمى به ما يأخذه السلطان من وظيفة الارض و الرأس

খারাজ বলা হয় জমিনের উৎপাদন থেকে যা বের করা হয়।[10] মূলত খারাজ নামকরণ করা হয় যা শাসক কর্তৃক জমিন বা ব্যক্তির ওপর নির্ধারিত ফি বা কর গ্রহণ করাকে। এটা মূলত অমুসলিমদের ওপর ধার্য করা হয়।

এক কথায়, খারাজ বলা হয় মুসলিম শাসক অথবা ইসলামি রাষ্ট্রকৃত ধার্যকৃত ভূমি রাজস্বকে। এজন্য শাসক ইচ্ছে করলে তা মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু উশর মাফ করার অধিকার কারো নেই। কেননা এটা ইবাদাত; যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

খারাজের ভিত্তি: উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সময় ইসলামের ব্যাপক বিজয়ের ফলে পারস্য, সিরিয়া, ইরাক, মিসর ইত্যাদি বহু ভূমি মুসলিমদের হাতে অধিগৃহীত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রীতি অনুযায়ী যুদ্ধে অর্জিত ভূমি ও গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সৈনিকদের মাঝে বন্টন করাই ছিল তখনকার রীতি। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন। ইসলামি রাষ্ট্রের মাসলাহাত তথা কল্যাণের কথা চিন্তা করে সাহাবিগণের নিকট পরামর্শ বা শুরার জন্য পেশ করেন।

উমার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রস্তাবনা ছিল খারাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও ইসলামি রাষ্ট্রের উন্নয়নে অধিগৃহীত ভূমি সৈন্যদের মাঝে বণ্টন না করে জনগণের হাতে চাষাবাদের জন্য খারাজ বা ভূমির নির্দিষ্ট করের মাধ্যমে হস্তান্তর করা। পরবর্তীতে সাহাবিগণ উমার রা. এর এ সিদ্ধান্তে ঐক্যমতে পৌঁছেন। সর্বপ্রথম কুফার গ্রামাঞ্চলে এ খারাজ বা ভূমি কর আদায় করা হয়। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ভূমিকর ব্যবস্থাকেই খারাজ হিসেবে ইসলামি ফিকহে বিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অবশ্য উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মতের পক্ষে দলিল হিসেবে সূরা হাশরের ৭-১০ আয়াত উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস

---

[9] ইবনে মানজুর, লিসানুল আরব- ২/২৫১।

[10] (হাশিয়ায়ে হিদায়া-আব্দুল হাই লাখনবি রহ.) ইবনে আবেদিন, আদ দুররুল মুখতার মাআ আর রাদ- ২/৫৭০।

থেকেও খারাজ পদ্ধতির ইঙ্গিত ফকিহগণ উদঘাটন করেছেন। তবে সরাসরি কোন নস বা স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে খারাজ পদ্ধতি সাব্যস্ত হয়নি।[11]

الثالث: التعريف بالأراضي العشرية :

তৃতীয়: উশরি ভূমির পরিচয় ও প্রকার।

পরিচয় উশরি ভূমির

যেসব ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের ওপর উশর আদায় ফরয সেসব ভূমিকে উশরি ভূমি বলা হয়। বিশেষ করে ইসলামি রাষ্ট্রের মালিকানাধীন ভূমি উশরি ভূমি হিসেবে পরিচিত। এ প্রকারের ভূমিতে কোন প্রকারের খারাজ আদায়ের অধিকার রাষ্ট্রের নেই। এ জমির মালিক মুসলিমগণ। মুসলিমগণ তাদের নিজের জমির উৎপন্ন ফসল থেকে যাকাত আদায় করবেন। এছাড়া কোনরূপ খারাজ বা ভূমি কর তাকে আদায় করতে হবে না। উশরি জমির কিছু প্রকার নিম্নরূপ।

১) জমিনের মালিকগণ স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়ে গেলে তাদের ভূমি উশরি ভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে।

২) মুসলিম সেনাপতি কোন কাফের রাষ্ট্র বিজয়ের পর সে এলাকার জমি মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করলে সে ভূমি মুসলিমদের মালিকানাভুক্ত থাকবে এবং উশরি ভূমি হিসেবে গণ্য করা হবে।

৩) কোন অনাবাদী জমি মুসলিম আবাদ করলে তার পাশের জমি উশরি থাকলে তাও উশরি বলে সাব্যস্ত হবে।

৪) মুসলিম থেকে কোন জিম্মি যদি উশরি জমি ক্রয় করে তাহলে তা উশরি ভূমি হিসেবেই বাকি থাকবে৷ তবে এই ভূমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত দিতে হবে না৷ কেননা অমুসলিমের ওপর যাকাত ফরয হয় না।

৫) যে ভূমির অবস্থা জানা নেই কিন্তু মুসলিমদের মালিকানাধীন রয়েছে তাও উশরি বলে ধরা হবে।

---

[11] বাংলাদেশের উশর বা ফসলের যাকাত, পৃষ্ঠা ৮১-৮২।

৬) যে জমির মালিক কেউ নয়, তবে ইমাম কতক প্রজাকে তাদের অভাব ও প্রয়োজন দেখে অথবা কোনো শর্তে আবাদ করতে দিয়েছেন; এরূপ জমিও এক প্রকার উশরি জমি।

৭) মৃত ও অনাবাদি জমি, যার মালিক কেউ নয়; কোন মুসলিম যদি রাষ্ট্রের অনুমতি বা সার্টিফিকেট নিয়ে সেচ করে ও শস্য বুনে জীবিত করে, সেটিও এক প্রকার উশরি জমি।

৮) আরব উপদ্বীপের সকল জমি উশরি জমি। কারণ, খারাজ ব্যবস্থার অধীন হওয়ার পূর্বেই তা মুসলিমদের মালিকানায় এসেছে। এতে খারাজ বা ভূমিকর আরোপের অধিকার রাষ্ট্রের নেই।

৯) কোন খারাজি জমির মালিক যদি তা পরিত্যাগ করে বা খারাজি জমি পতিত জমিতে পরিণত হয় তাহলে তা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে। পরবর্তীতে কোন মুসলিম সেই জমির মালিক হলে তা উশরি জমি বলে গণ্য হবে।

জ্ঞাতব্য যে, উশরি জমির ফসলে যাকাত ওয়াজিব হয় এতে আলিমদের কোন দ্বিমত নেই। এই প্রকার যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে উশর অথবা নিসফুল উশর। এদিকে ইঙ্গিত করেই এসব জমিকে উশরি জমি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

<u>الرابع: التعريف بالأراضي الخراجية:</u>

চতুর্থ: খারাজি জমির পরিচয় ও প্রকার।

খারাজি ভূমি

যে ভূমির ওপর ইসলামি রাষ্ট্র অথবা মুসলিম শাসক খারাজ বা ভূমি কর আরোপ করেন সেই ভূমিকে খারাজি ভূমি বলা হয়। এই প্রকারের ভূমির মালিককে (মুসলিম বা অমুসলিম) রাষ্ট্রের কোষাগারে নিয়মিত খারাজ, উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ অথবা নির্ধারিত কর আদায় করতে হবে। খারাজ ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের অংশকে বুঝায় বলে এদিকে নিসবত বা সম্পর্কিত করে এই প্রকার ভূমিকে খারজি ভূমি বলা হয়।

খারাজি জমি হতে সাধারণত বছরে একবার খারাজ আদায় করা হয়। এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। ভূমির উর্বরা শক্তি, ধরন, সেচ ইত্যাদির ওপর এর পরিমাণ নির্ভর করে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের বিশাল বিস্তৃত উর্বর ভূমির ওপর খারাজ নির্ধারণের জন্য ভূমি রাজস্ব বিশেষজ্ঞ দলের অন্যতম সদস্য উসমান ইবনে হুনাইফকে জমির জরিপকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে খারাজ নির্ধারণের নির্দেশ জারি

করেছিলেন। সেখান থেকেই খারাজের উৎপত্তি ও বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলিত হয়। উমার রাদিয়ালাহু আনহু এর সময়ে খারাজ থেকে বড় রাষ্ট্রীয় আয় হতো। নিম্নে খারাজি ভূমির প্রকারসমূহ তুলে ধরা হল।

খারাজি ভূমির প্রকার সমূহ[12]

১) কোন ভূমি মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের পর মুসলিমদের মাঝে বন্টন না করে কাফেরদের কাছে রেখে দিয়ে তাদের কাছ থেকে উৎপাদিত ফসলের ওপর খারাজ গ্রহণ করলে তা খারাজি ভূমি।

২) সন্ধির মাধ্যমে কোন অমুসলিম দেশের নাগরিকগণ যদি খারাজ প্রদানের চুক্তিতে ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবেশ করেন তাহলে তাদের জমিও খারাজি জমি বলে গণ্য হবে।

৩) অমুসলিম কোন অনাবাদি ভূমি আবাদ করলে, চাই তা উশরি ভূমির পাশে হোক বা খারাজি ভূমির পাশে হোক তা খারাজি ভূমি।

৪) মুসলিম খারাজি ভূমির আওতাভুক্ত কোন অনাবাদী ভূমি আবাদ করলে তা খারাজি বলে গণ্য হবে।

৫) মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম থেকে খারাজি ভূমি ক্রয় করলে তা খারাজি ভূমি হিসেবে গণ্য থাকবে।

৬) খারাজ ব্যবস্থা যতদিন কার্যকর থাকবে ততদিন খারাজি ভূমি কখনো উশরিতে পরিণত হবে না, তবে উশরি ভূমি খারাজিতে পরিণত হতে পারে। যেমন মুসলিম থেকে যদি কোন জিম্মি উশরি ভূমি ক্রয় করে তাহলে তা খারাজ নির্ধারণ সাপেক্ষে খারাজিভূমিতে পরিণত হতে পারে।

৭) কোন উশরি জমির পানির উৎস যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে খারাজি পানি দ্বারা তা চাষাবাদ করা তাহলে সেই জমি খারাজি বলে গণ্য হবে।[13]

---

[12] জাদিদ ফিকহি মাসায়েল- ২/৫৫-৫৬।

[13] বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর- পৃষ্ঠা ১১০-১১১।

الخامس: الفرق بين العشر والخراج :

পঞ্চম: উশর এবং খারাজের মধ্যে পার্থক্য।

ফিকহুল ইসলামিতে উশর ও খারাজের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলোকে উশর ও খারাজের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবেও ধরা যেতে পারে।

১) উশর ওয়াজিব হয় সেসকল মুসলিমদের ওপর যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব। পক্ষান্তরে খারাজ মুসলিম রাষ্ট্রের অধিগ্রহণকৃত মালিকানাভুক্ত জমিনের আবাদকারী বা উৎপাদনকারীর ওপর ওয়াজিব হয়। উৎপাদনকারী মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও হতে পারে।[14]

২) উশর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্র হচ্ছে উশরি জমি- যা মুসলিমের মালিকানাভুক্ত। পক্ষান্তরে খারাজের ক্ষেত্র হচ্ছে খারাজি জমি যদিও তা মুসলিমদের মালিকানায় থাকে।

৩) উশর আদায় করা ইবাদাত। পক্ষান্তরে খারাজ আদায় করা রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতার বিষয়।

৪) উশর কোন কর্তৃপক্ষ মওকুফ, বাতিল, স্থগিত বা প্রত্যাহার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে খারাজ রাষ্ট্রীয় বিবেচনায় প্রত্যাহার বা মওকুফ করা যায়।

৫) উশরের জন্য উৎপাদন অপরিহার্য, যেমনিভাবে জমহুর ফকিহের মতে নিসাব পরিমাণ উৎপাদন শর্ত; পক্ষান্তরে খারাজুল অযিফা এর ক্ষেত্রে উৎপাদন শর্ত নয়। উৎপাদন না করলেও অবশ্যই এই প্রকার খারাজ আদায় করতে হবে। খারাজুল মুকাসামাহ এর ক্ষেত্রেও উৎপাদন না হলে খারাজ বাতিল হয়ে যাবে। এতে রাষ্ট্র তথা কর্তৃপক্ষ কোনভাবে জোরপূর্বক খারাজ আদায় করতে পারবে না।

৬) উশর যদিও জমির উৎপাদিত ফসলের ওপর ওয়াজিব হয়, এটি مسألة تكليفية نصية অর্থাৎ শরয়ি বিধান সম্পর্কিত ও সরাসরি নাস কাতঈ- অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। ফলে এর মাধ্যমে এমন ইয়াকিন বা দৃঢ় প্রত্যয় সাব্যস্ত হয় যা ইজতিহাদের মাধ্যমে বাতিলযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে খারাজ হচ্ছে, مسألة اجتهادية قضائية অর্থাৎ এটি ইজতিহাদি তথা গবেষণা নির্ভর বিষয় যা জুডিশিয়াল অর্ডার বা রাষ্ট্রীয় পলিসি সংশ্লিষ্ট। এতে শরয়িভাবে এমন কোন ইয়াকিন সাব্যস্তই হয়না যা নস বা অকাট্য দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত বিষয়কে বাতিল বা স্থগিত করতে পারে। আমরা জানি ফকিহদের ঐক্যমতে ফিকহের একটি মূলনীতি হচ্ছে,

---

[14] আহকামুল কুরআন, পৃষ্ঠা- ১৯।

لا عبرة للاجتهاد في مقابل النص

“নসের বিপরীতে ইজতিহাদের কোন প্রকার শরয়ি বিবেচনা নেই।”[15]

৭) উশর যাকাতের মতো হক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর হকের সাথে জড়িত। যেহেতু উশর হচ্ছে ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসল ও শস্যের যাকাতের অপর নাম। তাই এক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ গালেব বা প্রবল। এর প্রধান উদ্দেশ্যের সাথে বান্দার হক জড়িত আছে; পক্ষান্তরে খারাজ নিরেট বান্দার হক, ইসলামি রাষ্ট্রের টেক্সেশান সিস্টেম। রাষ্টের স্বার্থে এটি নির্ধারণ করা হয় আবার রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনা করে কখনো তা প্রত্যাহার করা যায়।

৮) উশরের খাত এবং খারাজের খাত সম্পূর্ণ আলাদা। উশর ব্যয় করা হয় যাকাতের আসনাফ- যাদের কথা সুরা তওবার ৬০ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে তাদের জন্য। পক্ষান্তরে খারাজ ব্যয় করা হয় আসহাবুল ফাই- যারা যুদ্ধলব্ধ অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় তাদের প্রয়োজনে।

৯) উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উশর ও খারাজ সম্পূর্ণ আলাদা ও ভিন্ন। উশরের উদ্দেশ্য হচ্ছে, উৎপাদিত ফসল বা শস্যের আল্লাহর হক ইমানদার ব্যাক্তিগণ বের করবেন এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত খাতসমূহে তা ব্যয় করবেন। পক্ষান্তরে খারাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ ও মুসলিম সৈন্যবাহিনীর উন্নয়নে ব্যয় করা, যা মুসলিম রাষ্ট্রের একটি বিভাগের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়।[16]

১০) কারণগত দিক থেকে উশর ও খারাজের মাঝে পার্থ্যক্য বিদ্যমান। উশর ফরয করা হয়েছে ইমানদার ব্যক্তির উৎপাদিত ফসলের ওপর, তা পবিত্র করণার্থে। পক্ষান্তরে, খারাজ নির্ধারণের কারণ হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি ও সৈন্যবাহিনীর উন্নয়ন।

[15] আল কাওয়ায়েদ আল কুল্লিয়াহ ফিল মাযহাবিল হানাফি, কায়দা- ৮৩

[16] ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ১/৪০১।

المحور الثاني: هل يجتمع العشر والخراج معا في أرض واحدة:

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়: একই জমিতে উশর ও খারাজ একইসাথে ওয়াজিব হতে পারে?

একই জমির উৎপাদিত ফসল বা শস্যের ওপর একত্রে যাকাতুল খারিজ মিনাল আরদ বা উশর ও খারাজ ওয়াজিব হতে পারে কিনা এ বিষয়ে আলেমদের প্রসিদ্ধ দুটি অভিমত আমরা দেখতে পাই। এ ধরনের জমির পরিচয় হচ্ছে সে খারাজি ভূমি যা যেকোনভাবে মুসলিমের মালিকানায় এসেছে অথবা মুসলিম কোন জিম্মি থেকে খরিদ করে তাতে চাষাবাদ করছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলেমদের দুটি অভিমত তুলে ধরা হলো।

প্রথম অভিমত: এ প্রকারের জমিতে খারাজের সাথে উশর যাকাত হিসেবে আদায় করা ফরয হবে। এ মতটি মালেকি ফকিহগণ[17], শাফে'ঈ ফকিহগণ[18], হাম্বলি ফকিহগণ[19]সহ জমহুর ফকিহ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এটি অধিকাংশ আলেমের মাযহাব।

ইমাম ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এ বক্তব্যের স্বপক্ষে অভিমত দিয়েছেন খলিফা উমার ইবনে আব্দুল আযিয, ইমাম ইবনু আবি লাইলা, ইবনে শুবরুমা, শুরাইক, হাসান ইবনুল হাই।"[20] এ মতটিকে সমর্থন করেছেন ইমাম লাইস ইবনে সা'দ, ইবনুল মুবারক, আব্দুর রহমান আল আউযা'ঈ, সুফইয়ান আস সাওরি, ইসহাক, আবূ উবাইদ ও দাউদ আয যাহেরি।[21]

এ অভিমতের পক্ষে দলিল:

প্রথমত, কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ

---

[17] আল কারাফি- ৩/৮৭, হাশিয়াতুস সাওয়ি- ১/৬০৯।

[18] আল মাজমূ', ইমাম নববি- ৫/৫৫৩; আল হাওয়ি আল কাবির, আল মাওয়ারদি- ৩/২৫২; রাওদাতুত তালেবিন- ২/২৩৪

[19] কাশশাফুল কিনা'আ, আল বুহতি- ২/২১৯; আল মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা- ৩/২৯; আশ শারহুল কাবির, শামসুদ্দিন ইবনে কুদামা- ২/৫৭৫।

[20] আল মুহাল্লা- ৪/৫৬।

[21] আল মাজমূ'- ৫/৫৪৪-৫৪৫; আল আমওয়াল, কাসিম ইবনে আল্লাম- পৃ: ১১৪, ১১৫।

“হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর তার পবিত্র বস্তু হতে খরচ করো এবং আমরা যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য বের করি তা থেকেও।” [সূরা আল বাকারা, আয়াত- ২৬৭]

দলিল নির্দেশনা: উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা‘আলা ভূমি হতে উৎপাদিত ফসল ও শস্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ আম তথা ব্যাপকভাবে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন প্রকার জমিকে নির্দিষ্ট করেননি। অতএব, খারাজি বা উশরি জমি যেটিই হোকনা কেন উৎপাদিত ফসলে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ ব্যাপক। তাই মুমিন ব্যক্তির ওপর খারাজি জমিতেও যাকাতুল খারিজ ওয়াজিব হবে।[22]

দ্বিতীয়ত, সুন্নাহ হতে দলিল: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“যা বৃষ্টি ও ঝর্ণাধারার পানি দ্বারা চাষাবাদ করা হয়েছে অথবা নিজ কান্ডের মাধ্যমে সিক্ত হয়ে উৎপাদিত হয়েছে তাতে উশর এক দশমাংশ আদায় করতে হবে, আর যা সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয়েছে তাতে নিসফুল উশর বা বিশ ভাগের একভাগ তথা ৫% হারে আদায় করতে হবে।”[23]

দলিল নির্দেশনা: হাদিসটি ব্যাপক নির্দেশনা মূলক। যেসব জমি থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং চাষাবাদ করা যায় সকল জমির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। এতে উশরি ও খারাজি দু প্রকার জমিও আওতাভুক্ত। অতএব, খারাজিকে এ নির্দেশ হতে আলাদা করে ভিন্ন কোন নির্দেশনা এই হাদিসে নেই।[24]

[22] ফিকহুয যাকাত, কারদাওয়ি- ১/৪১৪।

[23] সহিহ বুখারি- ১৪৮৩।

[24] আল মাজমূ‘, ইমাম আল নববি- ৫/৫৪৯; আল মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা- ৩/২৯।

তৃতীয়ত, উশর ও খারাজ দুটো আলাদা হক ও বিষয়। সত্ত্বা, ক্ষেত্র, কারণ ও উদ্দেশ্য সকল দিক থেকে এ দুয়ের ভিন্নতা রয়েছে। অতএব, একটির কারণে অপরটি রহিত বা বাতিল হতে পারে না। উশর ওয়াজিব হবে উৎপাদিত শস্যে; খারাজ ওয়াজিব হবে ভূমির ওপর। উশর ওয়াজিব হবে যুদ্ধবিজয়ী অংশগ্রহণকারীদের জন্য। খারাজ ওয়াজিব হবে মুসলিম রাষ্ট্রের বাইতুল মাল বা রাজস্বের নিমিত্তে। সুতরাং, উশর ও খারাজ দুটো আলাদা হক। একটি হক অপর হককে বাতিল বা কোনভাবে উঠিয়ে দিতে পারে না।[25]

চতুর্থত, উশর ওয়াজিব বা অপরিহার্য হয়েছে সুস্পষ্ট নস বা দলিলের মাধ্যমে; খারাজ ওয়াজিব বা বাধ্যবাধকতা পেয়েছে ইজতিহাদের মাধ্যমে। অতএব, যা নস এর মাধ্যমে এসেছে তা হুকুমের ক্ষেত্রে দৃঢ় ও শক্তিশালী। ফলে যা হুকুমের ক্ষেত্রে দূর্বল অর্থাৎ খারাজ কোনভাবেই উশরকে বাতিল করতে পারে না।[26]

পঞ্চমত, এটি এমন একটি ব্যাপক বিধান যা সম্পৃক্ত হয় খারাজি জমি ব্যতীত অন্যান্য উৎপাদন ও অর্জিত সম্পদের সাথে। অতএব, খারাজি জমির উৎপাদনের সাথেও এটি সংযুক্ত হওয়া সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। যেমন, খনিজ সম্পদের মতো খারাজি জমিতে পাওয়া গেলেও তাতে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।[27]

ষষ্ঠত, খারাজ হচ্ছে মূলত ভাড়া বা ট্যাক্স পর্যায়ের। খারায জিযিয়া নয়; কেননা তা মুসলিমদের থেকেও গ্রহণ করা বৈধ। যদি খারাজকে জমিনের ভাড়া হিসেবে ধরা হয় তাহলে উৎপাদিত ফসলে উশর ওয়াজিব হতে কোন প্রকার বাধা নেই। যেমন ভাড়া জমি বা বর্গাজমির মতো।[28]

---

[25] আল হাওয়ি আল কাবির, আল মাওয়ারদি- ৩/২৫৩, রুউসূল মাসায়িল আল খিলাফিয়্যাহ, আয যামাখশারি- পৃ: ২১৪, আল মাজমূ', ইমাম নববি- ৫/৫৪৯-৫৫০।

[26] আল হাওয়ি আল কাবির- ৩/২৫৩, আল মাজমূ'- ৫/৫৫০।

[27] আল হাওয়ি আল কাবির- ৩/২৫৩।

[28] আল হাওয়ি আল কাবির- ৩/২৫৩।

এ যুক্তিটি কিয়াসের দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী যা উপরিউক্ত অভিমতকে ফিকহি পর্যালোচনায় শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত করে।

দ্বিতীয় অভিমত: খারাজি জমি যা মুসলিম ব্যক্তি মালিক হয়েছে বা মুসলিম চাষাবাদ করছে এতে কেবল খারাজ দিলেই যথেষ্ট হবে; এতে যাকাতুল খারিজ মিনাল আরদ তথা উশর দিতে হবে না। এক কথায় একই জমিতে উশর ও খারাজ একত্রে ওয়াজিব হবে না।

এ অভিমতটি ইমাম আবূ হানিফা রাহিমাহুল্লাহ গ্রহণ করেছেন এবং এটি হানাফি ফকিহদের প্রসিদ্ধ মাযহাব।[29]

এ অভিমতের পক্ষে দলিল:

এক) আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি বর্ণনা করেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “উশর ও খারাজ মুসলিমের জমিনে একত্রিত হবে না।”[30]

দুই) তারিক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাগদাদের বিশাল একটি এলাকার অধিবাসীরা যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন, এভাবে ক্রেতাদেরকে সে জমি প্রত্যর্পণ করো আর তা হতে খারাজ আদায় করা হবে।[31]

দলিল নির্দেশনা: উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ফরমানে খারাজ আদায় করা হবে বলে বলেছেন, উশর আদায় করতে নির্দেশ দেননি। যদি এতে উশর ওয়াজিব হতো তাহলে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তা নির্দেশ দিতেন। দলিলটির পর্যালোচনায় বলা যায় উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু খারাজ

[29] ফাতহুল কাদির, আল কামাল ইবনুল হুমাম- ৫/২৮৬; হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার, ইবনে আবেদিন- ৪/১৯২; বাদায়েউস সানায়ে, আল কাসানি- ২/৯৩২।

[30] ইবনে আদি আল কামেল গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন; নাসবুর রায়া- ৩/৪৪২, ফাতহুল কাদির- ৪/৩৬৬।

[31] আল আমওয়াল, আবূ উবাউদ- পৃ: ১২৪।

আদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন এজন্য, যাতে তারা এমনটি মনে না করে যে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে খারাজ সাকিত বা বাতিল হয়ে গেছে। তাই খারাজের বিষয় সতর্ক করার নিমিত্তে খারাজ আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উশর আদায় করা যাবেনা বা উশর ওয়াজিব হবেনা এ ধরনের কোন নির্দেশ এখানে নেই। উশরের বিষয়টি ইমানদারদের জন্য সুপরিচিত ফরয, তাই উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

তিন) ইরাকের সাওয়াদ তথা চাষাবাদের ভূমি থেকে কখনো কেউ উশর আদায় করেনি।

চার) উশর ও খারাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণ একটাই, আর তা হচ্ছে উৎপাদনশীল ভূমি। সুতরাং একই জমিনে উশর ও খারাজ একত্রিত হতে পারে না। যেমনিভাবে একই সম্পদে দুইবার যাকাত ওয়াজিব হতে পারে না। যেমন, গবাদিপশুর মধ্যে ব্যবসায়ের যাকাত ও বিচরণশীল গবাদি পশুর যাকাত।[32]

দলিলের পর্যালোচনা ও প্রণিধানযোগ্য অভিমত: দুটি অভিমতের পক্ষে প্রদত্ত দলিলগুলোর পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক পর্যালোচনা ও সমালোচনা রয়েছে। সংক্ষেপে কিছু বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো।

এক) হানাফি ফকিহগণ যে হাদিসের মাধ্যমে দলিল গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত দূর্বল। এতে ইয়াহইয়া ইবনে আনবাসা নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছে যে খুবই দূর্বল। ইবনে হিব্বান বলেন, এ ধরনের বক্তব্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হতে পারেনা।[33] যদি হাদিসটি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে খারাজুল জিযইয়া। অর্থাৎ জিযিয়া ও উশর কোনভাবে একসাথে আরোপ করা যাবে না।

দুই) উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নির্দেশনা তাদের জমি থেকে খারাজ আদায় করা হবে; এজন্য তারিক ইবনে শিহাব জানতেন না ইসলাম গ্রহণ করার পরও কি

[32] ফাতহুল কাদির, কামাল ইবনুল হুমাম- ৫/২৮৬, আল লুবাব ফি শারহিল কিতাব, আল গুনাইমি আল মিদানি- ১/১৫২।

[33] ফাতহুল কাদির, কামাল ইবনুল হুমাম- ৪/৩৬৬।

খারাজ তাদের ওপর অব্যাহত থাকবে কিনা। তাই তিনি এ নির্দেশনা দিয়েছেন। এতে যাকাতের উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু যাকাত আল্লাহর হক।[34]

তিন) মুসলিমদের মালিকানাধীন খারাজি ভূমি থেকে যাকাত তথা উশরসহ খারাজ আদায়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যা আবূ উবাইদ রাহিমাহুল্লাহসহ অনেকে উল্লেখ করেছেন।[35]

চার) হানাফি ফকিহদের মাঝে ইবনে আবেদিনসহ অন্যরা উল্লেখ করেছেন, মিসর ও সিরিয়ার খারাজি ভূমিগুলো যখন বাইতুল মালের অধীনে চলে আসলো তখন তা থেকে খারাজ বাদ পড়ে গেল। যাদের ওপর খারাজ বর্তাবে বা আরোপ করা হবে তারা আর বাকী থাকলো না। এখন এগুলো থেকে শুধুমাত্র ভাড়া গ্রহণ করা হয়, খারাজ আদায় করা হয় না। এতে কেবল উশর ওয়াজিব থাকল।[36]

পাঁচ) আমরা জানি খারাজি জমির ইসলামি শরিআহ নির্ধারিত খারাজ আদায়ের মাধ্যমেই উশর রহিত হতে পারে বলে ইমাম আবূ হানিফা রাহিমাহুল্লাহ মত প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি ও তার অনুসারীগণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, খারাজ বা উশর দুটির যেকোন একটিই প্রদান করতে হবে। কোনো ভূমি খারাজ বা উশর উভয় থেকে মুক্ত হতে পারে না। ইমাম আবূ হানিফা এ বিষয়ে খুব কঠোর ছিলেন। এজন্যই তিনি উশরের ক্ষেত্রে কোন নিসাব রাখেন নি। ইমাম আবূ ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন কোনো ভূমি এরূপ হতে পারবে না যে, তা ব্যবহার করা হচ্ছে অথচ তার খারাজ অথবা উশর দুটির একটিও প্রদান করা হচ্ছে না।[37]

উপরিউক্ত পর্যালোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি, মুসলিম ব্যক্তি খারাজি জমির মালিকানা লাভ করলে উশর বা যাকাত থেকে অব্যাহতি পাবে না। কেননা যাকাত উৎপাদিত ফসলের ওপর আল্লাহর হক। ইজতিহাদ তথা গবেষণা নির্ভর খারাজ ফরযকৃত যাকাত বা উশরকে সাকিত তথা বাতিল করতে পারে এমন বক্তব্য পূর্ববর্তী আলেমদের থেকে সরাসরি প্রমাণিত হয়না। বরং ইসলামি রাষ্ট্র বা মুসলিম সরকার ইচ্ছে করলে খারাজ অব্যাহতভাবে আদায় করতে পারেন, আবার চাইলে তা বাতিলও করতে পারেন। এ বিষয়টি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর দিকনির্দেশনা থেকে উপলব্ধি করা যায়।

[34] আল আমওয়াল- পৃ: ১২৬।

[35] আল আমওয়াল, আবূ উবাইদ- পৃ: ১২৭; হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার, ইবনে আবেদিন- ২/৬৭।

[36] হাশিয়া রাদ্দিল মুহতার, ইবনে আবেদিন- ২/৬৭।

[37] আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজঃ পৃঃ ৫৩।

উল্লেখ্য যে, ইমামুশ শাম ইবনে আবেদিন রাহিমাহুল্লাহ এর নির্দেশনা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে খারাজি জমির অধিকারীরা সবাই মুসলিম হয়ে গেলে এবং সে জমি বাইতুল মালের আওতায় রাষ্ট্রীয়ভাবে বন্দোবস্ত চাষাবাদের জন্য দেয়া হলে তা উশরি জমিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। বন্দোবস্ত বা চাষাবাদ সুবিধার জন্য সে কেবল নির্ধারিত ভাড়া বা খাজনা প্রদান করবে। উদাহরণস্বরূপ মিসর ও সিরিয়ায় আবাদভূমির কথা তিনি তুলে ধরেছেন।

উপরিউক্ত পর্যালোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের জমি যদি খারাজিও ধরে নেয়া হয় তাহলেও এতে উশর আদায় করা কুরআন ও হাদিসের দলিলের আলোকে ওয়াজিব হবে। কেননা মুসলিমদের ওপর উশর উৎপাদিত ফসল ও শস্যের ওপর আল্লাহর হক; তা খারাজের দ্বারা বাতিল হবে না। বর্তমানে মুসলিমদের কোন ভূমির ওপর খারাজ আদায় করা হয় না, তাই এই আপত্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক যে কেন আমরা খাজনা আদায় করার পরও উশর আদায় করব। কেননা খাজনা হচ্ছে জমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া কর। এ কর খারাজের সাথে প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগতভাবে আলাদা। এতে কোন প্রকার সামঞ্জস্যতা নেই।

المحور الثالث: حكم أراضي بنغلاديش هل هي عشرية أم خراجية

তৃতীয় আলোচ্য বিষয় : বাংলাদেশের জমি উশরি বা খারাজি হওয়ার বিধান কি?

বাংলাদেশের জমি কি উশরি অর্থাৎ এতে যাকাতুল খারিজ মিনাল আরদ তথা উশর বা অর্ধ উশর ওয়াজিব হবে? নাকি এদেশের ভূমি বিধানগতভাবে খারাজি অর্থাৎ যাতে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে আরোপিত খারাজ ওয়াজিব হবে। জমির মালিক খারাজ আদায় করলে তাকে উশর অথবা অর্ধ উশর আদায় করতে হবে না।

এ মাস‘আলাটি বহু আলোচিত ও সমালোচিত। ফকিহগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ একটি গবেষণাধর্মী পুস্তক রচনা করেছেন। সেখানে তিনি বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। উক্ত প্রবন্ধে আমরা মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরার প্রয়াস চালাবো।

প্রথমত, বাংলাদেশের ভূমি উশরি না খারাজি এ বিষয়ে আলেমদের নিম্নোক্ত একাধিক অভিমত পাওয়া যায়।

এক) বাংলাদেশের ভূমি খারাজি। যেহেতু ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী যুদ্ধের মাধ্যমে এ অঞ্চল বিজয় করেছেন এবং বিজয়ের পর খারাজ নির্ধারণ করেছেন। তাই এ অঞ্চলের ভূমি খারাজি, এতে উশর ওয়াজিব হবে না।[38]

তাদের যুক্তি হিসেবে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ছিল পৌত্তলিকদের দেশ। এখানে সর্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কুতুবুদ্দীন আইবেক এর সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বিজয় করেন। বিজয়ের পর তিনি বাংলাদেশের ভূমি মুসলিমদের মাঝে গণিমতের মাল হিসেবে বন্টন করেছিলেন কিনা একথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।
তিনি তাদের সাথে খারাজের চুক্তি সাধন করেন, উশরের নয়। কারণ উশর কাফেরদের সাথে হয় না। যা তার নিযুক্ত গভর্নরের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত পৌঁছত। আর আমরা জানি, মুসলিম বাহিনী কর্তৃক বিজিত এলাকা মুসলিমদের মাঝে বন্টন না করলে তা খারাজি ভূমি হিসেবেই বাকি থাকে। আর যে ভূমিতে একবার খারাজ সাব্যস্ত হয়, তা চিরকাল খারাজিই থাকে। সুতরাং, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, বাংলাদেশের ভূমি খারাজি, উশরি ভূমি নয়।[39]

দুই) বাংলাদেশের ভূমি উশরি, খারাজি কোনটিই নয়। সুতরাং এতে উশর বা খারাজ কোনটি আদায় করা হবেনা। এ অভিমতটি দিয়েছেন সেসব আলেম যারা বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষকে দারুল হারব হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের মতে দারুল হারবে উশর ও খারাজ কোনটি আদায় করার প্রয়োজন নেই।[40]

তিন) বাংলাদেশের অধিকাংশ জমি উশরি। মুসলিমদের মালিকানাধীন ভূমি উশরি গণ্য করা হবে।

কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন সেনাপতি ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী এর বহু পূর্বেই এ দেশে মুসলিমদের দাওয়াতি তৎপরতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রংপুরে হিজরি ২০০ সালের মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। রাজশাহীতে ৭৮৬-৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি মুসলিম আমলের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। বলতে গেলে মুসলিম শাসকদের আগমনের পূর্বেই ধর্ম প্রচারকদের তৎপরতায় এ দেশে মুসলিম শাসনের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি

[38] বাংলাদেশের উশর ও ফসলের যাকাত, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর- পৃ: ১৪৫ পরবর্তী।

[39] ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন: ৩০৭-৩০৮।

[40] বাংলাদেশের উশর ও ফসলের যাকাত, পৃষ্ঠা: ১৬৮।

হয়েছিল।[41]

এ সময় আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলার দক্ষিণপূর্ব উপকূলে ইসলামের অমীয় বাণী প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে উমার রাদিয়ালাহু আনহু এর শাসনামলে কয়েক জন ধর্ম প্রচারক এ দেশে আগমন করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ সালে ইসলাম প্রচারে তারা নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায়। এ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার লাভ করে।[42] উল্লেখিত ঐতিহাসিক চিত্র এটিই প্রমাণ করছে যে, বখতিয়ার খিলজী এ দেশে আসার পূর্বেই বাংলাদেশে প্রচুর মুসলিম ছিল। সুতরাং নিম্নোক্ত কিছু সঙ্গত কারণ বিবেচনা করে আমাদের দেশের ভূমি উশরি, খারাজি নয় বলেই সাব্যস্ত হয়।

১) বখতিয়ার খিলজীর ১২০৩ খৃষ্টাব্দের বাংলা বিজয়ের পূর্বেই প্রচুর পরিমাণ মুসলিম মনীষীদের সাহচর্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিমদের ভূমিকে খারাজি বলে সাব্যস্ত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং তা উশরি হিসেবেই ছিল। সেই ভূমি কতখানি বা কতগুলি তা জানা নেই। কিন্তু তাদের ভূমি যে উশরি ছিল এটা নিশ্চিত। কিন্তু বাকি হিন্দুদের অধিকৃত ভূমি খিলজী ভাগ করে দিয়েছিলেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। ঠিক তেমনি পূর্ব অবস্থায় বহাল রেখেছেন কিনা, তারও কোনো সুনির্দিষ্ট ভিত্তি নেই। তবে পূর্ব অবস্থায় রেখেছেন বলেই মনে হয়। কিন্তু মনে হওয়া আর নিশ্চিত হওয়া দুটো ভিন্ন বিষয়। সুতরাং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ভূমি খারাজি এ কথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় না। কিন্তু কিছু ভূমি যে উশরি এ কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর ফিকহের মূলনীতি হচ্ছে, যে ভূমি উশরি নাকি খারাজি তাতে সন্দেহ হয়, তাকে উশরি সাব্যস্ত করা হয়। সে হিসেবে এ দেশের ভূমি উশরি হওয়াই সঙ্গত।[43]

২) ফুকাহায়ে কিরামের কাছে স্বীকৃত একটি কায়দা হলো,

الاحتياط فى حقوق الله – لا فى حقوق العباد

[41] মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া রচিত দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ও ঐতিহ্য অবদান: ২৬-২৭।

[42] হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রম বিকাশ: ১০৮-১০৯।

[43] আল হাসকাফি, আদ দুররুল মুখতার মাআ রদ্দিল মুহতার- ৬/২৯২।

"হুকুকুল্লাহর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, বান্দার হকের ক্ষেত্রে নয়।"[44]

আমরা জানি উশর হলো حق الله, এটা ফরয এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট একটি ইবাদাত। একে زكاة الخارج من الأرض ও বলা হয়। এক কথায় এটি যাকাতের এক প্রকার। আর যাকাত অনাদায়কারী ব্যক্তির শাস্তির ভয়ংকর রূপ এবং এর প্রতি ভর্ৎসনামূলক হুশিয়ারি কুরআন ও হাদিস দ্বারা আমরা জানি। সে হিসেবেও সতর্কতা স্বরূপ বাংলাদেশের ভূমি উশরি হবার দাবী রাখে। কারণ খারাজি হবার সুনির্দিষ্ট দলিল নেই। তাই সতর্কতা স্বরূপ ইবাদাত উশরকে আবশ্যক করে নেয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

৩) তাছাড়া مراعاة منفعة المسلمين অর্থাৎ, মুসলিমদের কল্যাণ ও স্বার্থ বিবেচনার দৃষ্টিকোণ হিসেবেও উশর বাধ্যতামূলক হবে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা খারাজি ভূমিতে মুসলিম শাসক না থাকলে কিছুই কাউকে দিতে হয় না। পক্ষান্তরে উশরি ভূমি থেকে উশর শাসক না থাকলেও আদায় করতে হয়। উল্লেখিত সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের ভূমি খারাজি নয়, বরং উশরি; এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেতে পারে।[45]

চার) ভারতবর্ষের মুসলিম মালিকানাধীন সকল ভূমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত- উশর বা অর্ধ উশর আদায় করতে হবে। কেননা বৃটিশ শাসন ভারতে ইসলামি খারাজ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটায়। যেহেতু মুসলিম ভূসম্পত্তির মূল ফরয বিধান হলো উশর প্রদান। যেহেতু বর্তমানে খারাজ নেই এবং উশর ও খারাজ একত্রিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাও এখানে নেই, কাজেই এখানে উশর প্রদান করবে। এ অভিমত ভারতবর্ষের অনেক আলেম গ্রহণ করেছেন।[46]

দুই) এ মতবিরোধের মৌলিক কারণ: দুটি কারণে আলেমগণ এ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। প্রথমত, খারাজি জমিতে আদৌ ফসলের যাকাত তথা উশর বা অর্ধ উশর ওয়াজিব হতে পারে?

---

[44] মুফতি আমিমুল ইহসান, কাওয়ায়েদুল ফিকহঃ ১৭।

45 মারকায আল ফিকরুল ইসলামি, ঢাকা, গবেষণাপত্র।

[46] বাংলাদেশের উশর ও ফসলের যাকাত, পৃষ্ঠা: ১৫৯-১৬০।

দ্বিতীয়ত, কোন মুসলিম ব্যক্তি খারাজি ভূমির মালিকানা অর্জন করলে তার কি খারাজ ও যাকাত দুটিই আদায় করতে হবে? একই সম্পদে সমপ্রকৃতির দুটি হক একসাথে ওয়াজিব হতে পারে কি?

আলেমদের এই বিষয়গুলোতে দ্বিমত থাকলেও বাংলাদেশের ভূমি ও উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে এসব বিষয় নিম্নোক্ত কারণে আসবেনা। সুতরাং উপরিউক্ত মতবিরোধ কেবলমাত্র মতবিরোধের স্বার্থে ভিন্নমত পোষণ মাত্র।

১) ভারতবর্ষকে দারুল হারব মনে করার বিষয়টি চিন্তাগত পার্থক্য; বর্তমানে এর কোন বাস্তবতা নেই। আমরা জানি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। এতে ইসলাম পালনে মুসলিমদের প্রকাশ্যে বাধাদানের অধিকার কারো নেই।

২) বৃটিশ শাসকগণ ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন করে খারাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে। কোন জমির ওপর খারাজ বিলুপ্ত হয়ে গেলে তা পরবর্তীতে ফিকহি দৃষ্টিকোন থেকে খারাজি ভূমি বিবেচিত হয় না, যা আল্লামা মুহাম্মাদ আমিন ইবনে আবেদিন উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, বাংলাদেশি জমিকে খারাজি মনে করা বাস্তবতা বিরোধী একটি বিধান।

৩) যাকাত ইসলামের রুকন ও মৌলিক বিধান। তাই খারাজি জমির অজুহাতে যাকাত স্থগিত বা রহিত করার অধিকার কারো নেই।

৪) সমকালীন বিশ্বের সকল আলেমের ঐক্যমতে বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে যে, ট্যাক্স, ভ্যাট, কর, খাজনা এসব ফারিদাতুয যাকাত বা যাকাত ফরয হওয়ার মৌলিক বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ফলে একটি অপরটিকে বাতিল করার ক্ষমতা রাখেনা।

৫) খাজনা কোনভাবে ইসলামি খারাজ নয়। খাজনা হচ্ছে ভূমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার কর বা ভাড়া। খাজনাকে খারাজ মনে করার ফলে একদল আলেম এ ধারণা উদ্ভূত পরবর্তী ভুল ধারণা পেশ করেছে এ কথা বলে যে, আমাদের সকল ভূমি খারাজি। এ বক্তব্যের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। বরং এটি ভিত্তিহীন ধারণা।[47]

৬) হানাফি ফকিহগণও প্রচলিত খাজনাকে ভাড়া ছাড়া অতিরিক্ত কিছু মনে করেন না।[48]

---

[47] বাংলাদেশের উশর ও ফসলের যাকাত, পৃষ্ঠা: ১৬৭

[48] হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার- ২/৩২৬, ৪/১৭৯, ৪/১৮৬; ফিকহুল ইসলামি, ড. ওয়াহবা যুহাইলি- ৩/১৯০৬

৭) খারাজি ও উশরি জমি এ দুটি বিষয়ের প্রকৃত সন্ধান বের করা বর্তমানে বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। খারাজ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার শত বছর পর এ কাজে সময় ও শ্রম খরচ করা অর্থহীন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেহেতু কর, খাজনা, ট্যাক্সসহ অনেক রাজস্ব আদায় করছে; এমতাবস্থায় মুসলিম কেবল তার উৎপাদিত ফসলের যাকাত আদায় করাই যথেষ্ট ও ইসলামি শারি'আর দাবি।

তিন) এক্ষেত্রে আমাদের একটি উপযুক্ত সমাধান বের করা দরকার। আমরা জানি খারাজ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছে। অতএব, খারাজ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন কোন আবশ্যকীয় বিষয় না। যেহেতু খারাজি জমি ও উশরি জমির পার্থক্য করাও প্রায় অসম্ভব, এক্ষেত্রে বর্তমান যুগে মুসলিম মালিকানায় থাকা সকল ভূমির উৎপাদনের যাকাত তথা উশর বা অর্ধ উশর আদায় করাই ফরয। কেননা আমরা দৃঢ়ভাবে জানি এ ফরয বাতিল করা বা বাদ দেয়ার কোন দালিলিক ভিত্তি আমাদের নেই। তাই বাংলাদেশের মুসলিমদের মালিকানাভুক্ত সকল জমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত করার কোন অবকাশ নেই। ধারণা ও খেয়ালের ওপর নির্ভর করে ইয়াকিন বা দৃঢ়প্রত্যয়কে প্রত্যাখ্যান তথা বর্জন করা যায় না।

চার) এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ আলেমদের কিছু অভিমত ও ফাতাওয়া নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১) আশরাফ আলি থানবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “ভারতের যেসব ভূমি মুসলিমদের মালিকানাধীন রয়েছে তা উশরি ভূমির অন্তর্ভুক্ত। কেননা মুসলিমদের ভূমির আসল রাজস্ব হচ্ছে উশর। সুতরাং, সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় উশর আদায় করাই হচ্ছে বিপদমুক্ত হবার উত্তম পথ।”[49]

২) মুফতি আযিযুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “ভারতের সকল জমি একই প্রকারের নয়, তবে মুসলিম মালিকানাধীন সকল জমিরই উশর প্রদান করা ফরয। মুসলিমদের উচিত উশর প্রদান করা।”[50]

৩) খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি লিখেন, ভারতের ভূমি সাধারণভাবে সবই উশরি। খারাজি ভূমি যা আছে তার খারাজি বা উশরি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এজন্য অধিকতর সাবধানতামূলক সকল ভূমির উৎপাদনের উশর প্রদান করতে হবে। বর্তমানে ভারতে ইসলামি হুকুমাত নেই, খারাজ ও নেয়া হচ্ছেনা; কাজেই উশর ফরয থাকছে। এখন উশর দিলে খারাজ

---

[49] ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা, মুফতি মুহাম্মাদ শফী- পৃষ্ঠা: ১৮১।

[50] বাংলাদেশের উশর ও ফসলের যাকাত, পৃষ্ঠা: ১৬০।

ও উশর একত্রিত হচ্ছে না। এজন্য ভারতের মুসলিম মালিকানাধীন সকল ভূমির উশর প্রদান করা ফরয বলে গণ্য করা দরকার।[51]

المحور الرابع : التوصيات والخاتمة:

চতুর্থ আলোচ্য বিষয় : পরামর্শ, সুপারিশ ও সারসংক্ষেপ।

উপরিউক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় এবং আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা ও সুপারিশ আজকের এই সেমিনার থেকে তুলে ধরতে পারি।

১) খারাজি ও উশরি ভূমির বিবাদ পরিহার করে বাংলাদেশের মুসলিমদের মালিকানাধীন জমির উৎপাদিত ফসলে যাকাতুল খারিজ মিনাল আরদ বা উশর আসবে এ বিষয়টিও তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করতে হবে।

২) বাংলাদেশে মুসলিমদের মালিকানাধীন জমির খারাজি হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং তা অনুসন্ধান করাও অপ্রয়োজনীয়, যেমনিভাবে খারাজি ব্যবস্থা পুনরায় চালুকরণ সংগত নয়।

৩) জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের মিম্বরগুলো থেকে মুসলিমদের ব্যাপকভাবে সচেতন করতে হবে।

৪) ইমাম আবূ হানিফা রাহিমাহুল্লাহসহ পূর্ববর্তী হানাফি স্কলারগণ যে বাস্তবতার ভিত্তিতে মুসলিমদের মালিকানাধীন জমিনে খারাজ ও উশর একত্রিত হবেনা বলেছেন তা বর্তমান বাস্তবতার সাথে মিল নেই। ফলে তাদের সেই কিয়াস বর্তমানে কার্যকরী করা বা প্রতিফলিত করা সম্ভব নয়।

[51] ইসলামি ফিকহ একাডেমি ইন্ডিয়া, জাদিদ ফিকহি মাসায়েল- ৮/৩২১-৩২২; বাংলাদেশের উশর ও ফসলের যাকাত, পৃষ্ঠা: ১৬১

৫) ইরাক, মিশর, সিরিয়াসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও খারাজ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার পর মুসলিমগণ উশর বা অর্ধ উশর আদায় করে যাচ্ছেন। তাই মুসলিম হিসেবে ফরযিয়াতুল উশর অর্থাৎ উশরের অপরিহার্যতা আমাদের মেনে নিতে হবে।

৬) খারাজি জমি বর্তমানে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। খারাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশের অধিকাংশ জমি উশরি। কিছু জমি খারাজি হলেও তা বর্তমানে কোন অবস্থাতে রয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অতএব এই অজুহাতে ফরয যাকাত রহিত করা বা লঙ্ঘন করা বড় ধরণের শরয়ি লঙ্ঘন। এ বিষয়টি আমাদের আলেম সমাজের ঐক্যমত্যে পৌঁছার লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

৭) ফকিহগণের ঐক্যমত্যে প্রমাণিত বিষয় হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যাবস্থার অধীনে খারাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। যেখানে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থাও নেই এবং খারাজ ব্যাবস্থাপনাও নেই সেখানে কেউ এভাবে বলেননি যে যাকাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। বরং এক্ষেত্রে যাকাতের কর ফরযিয়াত বা অপরিহার্যতা আরও কঠিন ও শক্তিশালী হবে।

৮) বাংলাদেশে সরকারি অধিগৃহীত ও ভূষিত খাস ভূমি ছাড়া সকল ভূমির বর্তমান মালিকানা বন্দোবস্তির মাধ্যমে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত। খারাজ ব্যবস্থার ভূমি মালিকানা রাষ্ট্র স্বীকৃত ছিল। তাই মুসলিমদের মালিকানাধীন ভূমির ওপর খারাজ আরোপের বৈধ কোন প্রক্রিয়াই নেই।

৯) আমাদের দৃঢ়ভাবে জানতে হবে খারাজ ভূমির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। পক্ষান্তরে উশর কোন মুসলিমের উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই জমির উশরি হওয়ার বিষয়টি খারাজের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। অতএব, মুসলিম ব্যক্তি তার উৎপাদিত ফসলের উশর আদায় করতে বাধ্য। যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর এটি ফকির, মিসকিনদের হক।

১০) রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতার কারণে আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে থাকি যা যাকাতের চেয়ে অনেক বেশি; পাশাপাশি বিভিন্ন রাজস্ব ভ্যাট ও কর দিয়ে থাকি। এসবের কারণে পৃথিবীর সমস্ত আলেমের ঐক্যমত্যে ফরয যাকাত বাতিল বা রহিত হবে না। যারা শুধু খাজনা দিচ্ছেন বলে তাদের ওপর ফরযকৃত উশর আদায় করতে হবেনা মনে করেন তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। বরং তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরিহার্য যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা, খাজনার মাধ্যমে তাদের ওপর অপরিহার্য যাকাত বাতিল অথবা আদায় হওয়ার বিষয়টি নিতান্তই ধারণামূলক বক্তব্য। ইসলামি শারি‘আর মূলনীতি হচ্ছে, ধারণা ও আন্দাজের ওপর নির্ভরযোগ্য কোন বিষয় কোনভাবেই দৃঢ়প্রত্যয়কে বিনষ্ট বা বাতিল করতে পারে না। তাই দলিলের

আলোকে এ বিষয়টি নির্ভরযোগ্য নয় যে খাজনা আদায়ের মাধ্যমে উশর আদায় করতে হবে না। বরং বাংলাদেশের মুসলিমদের উৎপাদিত ফসলে ফরয যাকাত তথা উশর আদায় করতে হবে।

১১) এ বিষয়ে আলেমদের ব্যাপক সেমিনার ও প্রোগ্রাম হওয়া দরকার।

১২) উশর আদায়ের প্রক্রিয়া কেমন হতে পারে তা সুনিশ্চিতভাবে আলেমদের পক্ষ থেকে পরামর্শ প্রদান করা দরকার।

১৩) যেহেতু উৎপাদিত ফসলের ওপর উশর আসবে, সেহেতু বর্গাজমি, ভাড়াকৃত জমিসহ সকল জমির যাকাত দিতে হবে।

১৪) উৎপাদিত ফসলের মালিক একাধিক হলে প্রত্যেক মালিককে তার ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদিত ফসলের যাকাত আদায় করতে হবে।

আমাদের আহ্বান: আসুন উশর আদায়ে সাধারণ মুসলিমদের সচেতন করি।